DEC. 05 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৭ ...

প্রসঙ্গ ঃ হরতাল ও ছাত্র রাজনীতি

আইন করে বন্ধ করা যাবে না রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলানো প্রয়োজন

মুক্তাদির চৌধুরী ॥ সরকার আইন করে হরতাল এবং শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি ও ছাত্ররাজনীতি বন্ধের যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তা রাজনৈতিক ও সচেতন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তারা একে নগদ সুবিধার রাজনীতির একটি নিকৃষ্ট নমুনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে তারা বলেছেন, ছাত্ররাজনীতি নয় ছাত্ররাজনীতি নামে পরিচালিত টেন্ডারবাজি বন্ধ করতে হবে।

বর্তমান বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের উন্নয়ন ও শিল্প-কারখানার স্বার্থে হরতাল বন্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার দল বিএনপি সে সময় এ ঘোষণার বিরোধিতা করেছিলেন। এ ব্যাপারে সে সময় বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া হাইকোর্টে এফিডেভিট করে হলফনামায় বলেছিলেন, হরতাল মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার। কোন আইন দিয়ে এ অধিকার কেড়ে নিতে দেয়া যাবে না। ক্ষমতার পালাবদলে আজ বিএনপি অষ্টম সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছে, প্রয়োজনে আইন করে হরতাল বন্ধ করে দেয়া হবে।

সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. এম জহির বলেন, সমুদ্রের ঢেউ কেউ কি কখনও বন্ধ করতে পারে! ঠিক তেমনি আইন করে কি হরতাল বন্ধ করা যাবে? আসলে হরতাল বন্ধের জন্য প্রয়োজন আমাদের রাজনীতিবিদদের মানসিকতা যেন বদলায় সে জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আইন করে ছাত্ররাজনীতিও বন্ধ করা যাবে না। ছাত্ররাজনীতির নামে চলমান হল দখল ও মারামারি বন্ধ করা উচিত। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে ছাত্রদের ইস্যুভিত্তিক রাজনীতি করা দরকার।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বলেন, আইন থাকা সত্ত্বেও যারা অপরাধ দমন করতে পারেন না তারা নতুন আইন করে কিভাবে হরতাল ও ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করবে এটা সকলেরই বোধগম্যের বাইরে। হরতাল বন্ধের জন্য আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন প্রয়োজন। আর সেজন্য প্রয়োজন সকল রাজনৈতিক দলের সঠিক অনুশীলন। তিনি বলেন, আমাদের দেশের ছাত্ররাজনীতির গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। বর্তমানে ছাত্ররাজনীতিকে অর্থ ও অস্ত্রের মাধ্যমে দূষিত করা হয়েছে। তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাহল সন্ত্রাস, কালো টাকা ও মস্তানির প্রভাব থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করা। প্রয়োজন আদর্শভিত্তিক ও জনগণের জন্য কল্যাণকর রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা।

এ ব্যাপারে দেশের প্রবীণ রাজনীতিবিদ ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি 'সংবাদ'কে বলেন, হরতাল বন্ধ হলে আমার মনে হয় জনগণ খুশি তবে আশ্চর্যের বিষয়। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় থাকলে হরতাল বন্ধের পক্ষে কথা বলেন আর বিরোধীদলে থাকলে বিরোধিতা করেন। আসলে তারা গণতন্ত্রের স্বার্থে নয়, এটাকে তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চান। ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ঘোষণায় তিনি বলেন, ছাত্ররা রাজনীতি করবে তাদের লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধার দাবি-দাওয়া নিয়ে; কিন্তু বর্তমানে ছাত্ররাজনীতিকে কলুষিত করা হয়েছে। অস্ত্রবাজ, সন্ত্রাসী ও অছাত্ররা আজ ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। আর এ কারণে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ নয় বরং ছাত্ররাজনীতিকে সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অঙ্গীকার প্রয়োজন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান বলেন, অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার আইন করে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। বর্তমান সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা গণতন্ত্রের প্রতি চরম অবজ্ঞাস্বরূপ।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমের প্রস্তাব করে আসছে, যার সর্বশেষ প্রমাণ আইন করে হরতাল করার অধিকার কেড়ে নিতে চায়। ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ শিক্ষিত

প্রসঙ্গ ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

প্রসঙ্গ ঃ হরতাল

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

নয়। তারা সামাজিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়। ছাত্ররা দেশের রাজনীতি সম্পর্কে খবরাখবর রাখে এবং জনগণের মঙ্গল কামনা করে। তাদের রাজনীতি করা থেকে বিরত করার জন্য আইন পাস করা সমীচীন হবে না।

কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, টেলিভিশনে শেখ হাসিনার হরতালবিরোধী বক্তৃতা জোরেশোরে প্রচার করে বিএনপি আওয়ামী নেতৃত্বের প্রতারণামূলক আচরণের প্রমাণ তুলে ধরতে চাচ্ছে। একই সঙ্গে খালেদা জিয়ার বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে সারাদেশে হরতালের পক্ষে গরম গরম বক্তৃতা যদি দেখানো হতো তাহলে বলা যেত বিএনপি সততার পরিচয় দিয়েছে। আসলে দুই বক্তৃতাই দেশে এখনও চালু আছে, শুধু পাত্র-পাত্রীর এদিক- ওদিক হয়েছে মাত্র। সবটাই নগদ সুবিধার রাজনীতির এক নিকৃষ্ট নমুনা। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য ছাত্ররাজনীতি বন্ধ না করে তা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। যা বন্ধ করা দরকার তা হলো ক্যাম্পাসভিত্তিক ব্যবসায়িক তৎপরতা, অস্ত্রবাজ-সন্ত্রাসীদের টেন্ডারবাজি। এসব অপশক্তির বিরুদ্ধে দেশের সুস্থ ধারার ছাত্ররাজনীতি অতীতেও লড়াই করেছে, এখনও লড়াই করে যাচ্ছে।